দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 19 JUL 1989 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

৬৮

কয়েকটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষক পদ শূন্য

মৌলভীবাজার উপজেলায় সাতটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাতজন শিক্ষক দীর্ঘকাল কর্মস্থলে অনুপস্থিত রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায় বহু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। অন্যদিকে মাদারীপুর জেলায় ৬৭ জন প্রাথমিক শিক্ষকের পদ শূন্য। খবর ইত্তেফাকের স্থানীয় সংবাদদাতাদের।

মৌলভীবাজার: মৌলভীবাজার উপজেলার ৭টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ স্কুলের কাজে অনুপস্থিত। ৭ জনের অধিকাংশই বিদেশে চলিয়া গিয়াছেন। অথচ উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে আজও কোন ব্যবস্থা নেন নাই।

জানা যায়, এই অনুপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে ২ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণের জন্য মৌলভীবাজার পি,টি ট্রেনিং স্কুলে '৮৭ ইং সনে পাঠান হয়। কিন্তু আজঅবধি তাহারা ফিরিয়া আসেন নাই, এমনকি উপজেলা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহিত কোন যোগাযোগও করেন নাই।

একটি ফৌজদারী মামলার আসামী হইয়া ১/৭/৮৮ ইং হইতে নাজিরাবাদ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আঃ ছত্তার কাজে অনুপস্থিত রহিয়াছেন তিনি বিলাতি পাড়ি জমাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ৭ জনের ৩ জন শিক্ষক হইলেন নুগাঁও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিভাষ চন্দ্র নাথ, মিরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নজরুল ইসলাম ও উলুয়াইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বক্সি নিসবাউর রহমান।

এই ব্যাপারে মৌলভীবাজার উপজেলা চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেন।

রাঙ্গামাটি: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রতিটি উপজেলায় বহু সংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষকের পদ খালি রহিয়াছে।

নিয়োগপ্রাপ্ত অনেক শিক্ষক অন্য জেলায় বদলী হইয়া যাওয়ার কারণে শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

অপরদিকে উপজেলা হইতে জেলা সদরে বদলী হওয়ার ফলে জেলা সদরে শিক্ষক বাড়িয়া গিয়াছে। জেলার ১০টির মধ্যে ৯টি উপজেলায় শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা দুই শতাধিক বলিয়া একটি সূত্র জানাইয়াছে।

মাদারীপুর: মাদারীপুর জেলায় প্রায় ৬৭টি প্রাথমিক বিদ্যা-

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহু শিক্ষক পদ শূন্য

(৫ম পৃঃ পর)

লয় শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, শূন্য পদের মধ্যে একমাত্র শিবচর উপজেলায়ই ২৪টি পদ রহিয়াছে। এদিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া বিঘ্ন ঘটিয়া আসিতেছে বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। শূন্য পদের মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রধান শিক্ষকের পদও রহিয়াছে।

নোয়াখালী সংবাদদাতা জানান, জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক স্বল্পতায় লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, ৬টী উপজেলায় বর্তমানে ৩৯ জন প্রধান শিক্ষক এবং ৯৬ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। চরাঞ্চলে কোন কোন বিদ্যালয়ে ২/১ জন শিক্ষক কাজ করিতেছে। ফলে তাহাদের পক্ষে সমস্ত শ্রেণীর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হইতেছে না।

ধর্ম শিক্ষক নাই

বরগুনা, সংবাদদাতা জানান, স্থানীয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অভাবে ইসলাম ধর্ম শিক্ষাদান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রহিয়াছে।

প্রকাশ, অত্র বিদ্যালয়ে দুইজন মাওলানা ধর্মশিক্ষা প্রদানের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। একজন ১৯৮৮ সনে অবসর নেন। অন্যজন বদলী হইয়া যান।